গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা
www.mefwd.gov.bd

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৬.২০- ১৯০

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৮ নভেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব আবু সালেহ মো: ফোরকান উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চরফ্যাসন, ভোলা (উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম কর্মকালীন অভিযোগ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, তিনি ফেসবুক মেসেঞ্জার ও মোবাইল ফোনে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলা সদর ক্লিনিকের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বেগম সান্তনা রানী অধিকারীর সাথে অনৈতিক, অফিসিয়াল শিষ্টাচার বহির্ভূত ও মর্যাদা হানিকর সম্পর্ক তৈরি করেছেন, তাকে রাত্রীবেলাসহ বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ফোনে আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন এবং ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য করেছেন, দৈহিক মিলনের ভিডিও ও ছবি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দিবেন মর্মে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক তার নিকট হতে জোরপূর্বক কয়েক দফায় ২০/৩০ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করেছেন ও বিভিন্ন সময়ে MB ও Talk Time এর জন্য ১২৯ টাকা গ্রহণ করেছেন, বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে অনুরোধ জানানো হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মোতাবেক অনৈতিক, অফিসিয়াল শিষ্টাচার বহির্ভূত ও মর্যাদা হানিকর কার্যকলাপের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কেন উক্ত অভিযোগের দায়ে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" বা উক্ত বিধিমালার আওতায় অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবেনা এই মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, শুনানিতে ধর্ষণের বিষয়টি ও ইন্টারনেটে উক্ত ছবি প্রকাশ করে ভয়ভীতি দেখানোর বিষয়টির সত্যতা প্রতীয়মান হয়নি। তাছাড়া সান্তনা রানী অধিকারীর নিকট হতে নগদ গ্রহণের বিষয়টিও যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়নি এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারিণী বেগম সান্তনা রানী অধিকারীর সাথে মোবাইল ও ফেসবুকে যোগযোগের বিষয়ে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন আচরণ না করার অঙ্গিকার করেন;

৫। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব আবু সালেহ মো: ফোরকান উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চরফ্যাসন, ভোলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** এর অভিযোগের বিষয়ে অগ্রসর হইবার মত উপযুক্ত ভিত্তি নাই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৭(২)(ক) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৮/১১/২০

(মোঃ আলী নূর)
সচিব

মোঃ আলী নূর
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৬.২০- ১৩১০ | তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৮ নভেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

২। পরিচালক, এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা (ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করার জন্য)।

৩। সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম/ভোলা।

৪। উপসচিব (পার-২ অধিশাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।

৭। উপ-পরিচালক (শৃঙ্খলা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৮। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চট্টগ্রাম/ভোলা।

৯। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/ভোলা।

১০। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম/চরফ্যাসন, ভোলা।

১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ইমেইলে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১২। জনাব আবু সালেহ মো: ফোরকান উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চরফ্যাসন, ভোলা।

১৮/১১/২০২০

(উম্মে কুলসুম)
উপসচিব
ফোন:৯৫৪৬৩৭৬
Email: disc1@mefwd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা
www. mefwd.gov.bd

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৩.২০- ১৯২

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৯ নভেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব সাবিহা কবীর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে বানারীপাড়া, বরিশালে কর্মরত থাকাকালীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল অফিসের নন গেজেটেড কর্মচারীদের জিপিএফ অগ্রিম বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ও দায়িত্ব ভাতার ৫টি বিলে সর্বমোট ২,৭৬,০৫০/- টাকা আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে স্বাক্ষর করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১১/১১/২০১০ খ্রি. তারিখের পপঅ/অর্থইউ/ ক্যাশ/২০১০/৫৭৫/১(১১৫০) স্মারকে কোন অবস্থাতেই অফিস থেকে নগদ অর্থ কোন কর্মচারীকে পরিশোধ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি উহা লঙ্ঘন করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী মো: জসিম উদ্দিনের মাধ্যমে ব্যাংক হতে নগদ অর্থ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। তিনি জনাব মো: জসিম উদ্দিনকে ব্যাংক হতে ২,৭৬,০৫০/- টাকা নগদ উত্তোলনে সহযোগিতা করায় জনাব জসিম উদ্দিন উক্ত অর্থ কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ না করে আত্মসাত করেন;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক **'অসদাচরণ'** ও **'দুর্নীতির'** অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১১/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে জনাব সাবিহা কবীর জানান, তিনি ৬/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে বানারীপাড়া, বরিশাল হতে বদলী হয়ে যান। তিনি যাবার আগের দিন জানতে পারেন যে, কিছু বিলের টাকা কর্মচারীরা পাননি। তিনি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (হিসাব) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনকে টাকা পাওয়ার সাথে সাথে পরিশোধের নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত তার লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন অবস্থাতেই নগদ অর্থ কর্মচারীদের পরিশোধ করা যাবেনা মর্মে যে নির্দেশনা রয়েছে বিলগুলো স্বাক্ষরের সময় তিনি তা অবহিত ছিলেন না। গার্ড ফাইলেও এ রকম কোন অর্ডার তিনি পাননি। পরবর্তীতে এ নির্দেশনার বিষয়ে তিনি জানতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে, ঐ সময়কার কাজটি পদ্ধতিগতভাবে ভুল ছিল। বিল স্বাক্ষরকালীন প্রচলিত পদ্ধতিকেই সঠিক জেনে তিনি তা অনুসরণ করেছেন। সরল বিশ্বাসের কারণে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে প্রচলিত পদ্ধতিতে ক্যাশে পরিশোধের জন্য বিলে স্বাক্ষর করেছেন এবং বর্ণিত অর্থ আত্মসাতের সংগে অভিযুক্তের কোন সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়না; যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী কর্মকর্তার সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন; যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরির অভিজ্ঞতা ঘটনার সময় কম ছিল এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৫। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সাবিহা কবীর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(২)(ক) মোতাবেক বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) এ বর্ণিত **'অসদাচরণ'** ও **'দুর্নীতির'** অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৮/১৭/২০

(মোঃ আলী নূর)
সচিব

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৩.২০-১৯২

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১৯ নভেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা (ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। সিভিল সার্জন, বরিশাল/পঞ্চগড়।
৪। উপসচিব (পার-২ অধিশাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক (শৃঙ্খলা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বরিশাল/পঞ্চগড়।
৯। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল/পঞ্চগড়।
১০। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বানারীপাড়া, বরিশাল/পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ইমেইলে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। জনাব সাবিহা কবীর, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

১৯/১১/২০২০

(উম্মে কুলসুম)
উপসচিব
ফোন:৯৫৪৬৩৭৬
Email: disc1@mefwd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা
www.mefwd.gov.bd

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৪.২০- ১৯৬

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৯ নভেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব এস. এম. আরমান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে বানারীপাড়া, বরিশালে কর্মরত থাকাকালীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বানারীপাড়া, বরিশাল অফিসের নন গেজেটেড কর্মচারীদের ভ্রমণ ব্যয় ও শ্রান্তি বিনোদনের ৩টি বিলে সর্বমোট ৬১,৩০৬/- টাকা আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে স্বাক্ষর করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১১/১১/২০১০ খ্রি. তারিখের পপঅ/অর্থইউ/ক্যাশ/২০১০/৫৭৫/১(১১৫০) স্মারকে কোন অবস্থাতেই অফিস থেকে নগদ অর্থ কোন কর্মচারীকে পরিশোধ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উহা লঙ্ঘন করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী মো: জসিম উদ্দিনের মাধ্যমে ব্যাংক হতে নগদ অর্থ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। তিনি জনাব মো: জসিম উদ্দিনকে ব্যাংক হতে ৬১,৩০৬/- টাকা নগদ উত্তোলনে সহযোগিতা করায় জনাব জসিম উদ্দিন উক্ত অর্থ কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ না করে আত্মসাৎ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' ৩ এর (খ) ও (ঘ) মোতাবেক **'অসদাচরণ'** ও **'দুর্নীতির'** অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১১/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, তিনি ০৬/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে ২০১৫ এর মার্চ পর্যন্ত বানারীপাড়ায় কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বিলের টাকা কর্মচারীদের পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করলে ১৪/০৫/২০১৩ তারিখে জনাব এস. এম. আরমান বানারীপাড়া থানায় লিখিত এজাহার দাখিল করেন যা দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরিত হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এস. এম. আরমান টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহযোগিতায় ১৫/০৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে ১,৬০,৯৪০/- টাকা জসিমের নিকট হতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন এবং বাকী টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এস. এম. আরমান লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবীন কর্মকর্তা হিসেবে অজ্ঞতার কারণে সরল বিশ্বাসে তিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে বিলে স্বাক্ষর করেন। তার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, জনাব এস. এম. আরমান টাকা আত্মসাতের বিষয়টি অবহিত হওয়ার সাথে সাথে জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনের নিকট হতে টাকা উদ্ধার করে কর্মচারীদের প্রদানের বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ১,৬০,৯৪০/- টাকা উদ্ধার করেন; যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অর্থ আত্মসাতকারী কর্মচারী জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে বানারীপাড়া থানায় ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন; যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে প্রচলিত পদ্ধতিতে ক্যাশে পরিশোধের জন্য বিলে স্বাক্ষর করেছেন এবং বর্ণিত অর্থ আত্মসাতের সংগে অভিযুক্তের কোন সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়না; যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরির অভিজ্ঞতা ঘটনার সময় কম ছিল এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন;

৪। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস. এম. আরমান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(২)(ক) মোতাবেক বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) এ বর্ণিত **'অসদাচরণ'** ও **'দুর্নীতির'** অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৮/১১/২০

(মোঃ আলী নূর)
সচিব

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নং-৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৪.২০-১৯৩

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১৯ নভেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা (ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। সিভিল সার্জন, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ।
৪। উপসচিব (পার-২ অধিশাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক (শৃঙ্খলা),পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বরিশাল/গোপালগঞ্জ।
৯। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ।
১০। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বানারীপাড়া, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ইমেইলে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। জনাব এস. এম. আরমান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

১৯/১১/2020

(উম্মে কুলসুম)
উপসচিব
ফোন:৯৫৪৬৩৭৬
Email: disc1@mefwd.gov.bd